PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN 2394-5656
শিশুসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা

লালপরি নীলপরি

WBBEN, 11950/25/1/02/TC/493
RNI Reference No : 1346735
বর্ষ - ২১, সংখ্যা - ২৩ আশ্বিন ১৪২৯
Year-21, Issue-23, October- 2022

কাজী নজরুল ইসলামের শিশুসাহিত্য

বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদক

আসরফী খাতুন

লালপরি নীলপরি

আসরফী খাতুন
সম্পাদক

লায়েক মইনুল হক
সহ সম্পাদক

প্রচ্ছদ : কাজী নজরুল ইসলামের
অ্যালবাম থেকে

প্রাপ্তিস্থান
- দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩
- পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯
- মেঘনা, ৪৬৩ বি.সি. রোড,
একনম্বর গলি মোড়
পূর্ব বর্ধমান
ফোন : 9434330603
9474041653

PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN 2394-5656
RNI Reference No : 1346735
শিশুসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা
লালপরি নীলপরি

বর্ষ-২১, সংখ্যা-২৩, আশ্বিন ১৪২৯
Year-21, Issue-23, October-2022

সম্পাদকীয় দপ্তর
মেঘনা, ৪৬৩ বি.সি. রোড
একনম্বর গলি মোড়
(সি.এম.এস. স্কুল সন্নিকট)
পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১
মো: ৯৪৩৪৩৩০৬০৩
৯৪৭৪০৪১৬৫৩

যোগাযোগ
এ.এল.মিত্র লেন, টিকেপাড়া
বি.সি.রোড, বড়বাজার
মসজিদ সন্নিকট
পূর্ব বর্ধমান- ৭১৩১০১
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

মুদ্রাকর, প্রকাশক, স্বত্বাধিকারী এবং সহ সম্পাদক-লায়েক মইনুল হক কর্তৃক
মেঘনা ৪৬৩ বি.সি. রোড, পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১ পঃ বঃ ভারত হইতে প্রকাশিত
মুদ্রণ- সরদার পাবলিকেশনস্, কলকাতা ৯
সম্পাদক- আসরফী খাতুন, এ.এল.মিত্র লেন, টিকেপাড়া, বি.সি.রোড
বড়বাজার মসজিদ সন্নিকট, পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩১০১, পঃ বঃ ভারত
মো : ৯৪৩৪৩৩০৬০৩ / ৯৪৭৪০৪১৬৫৩
ই-মেল- asrafikhatun@gmail.com
whats app- 9474041653, 9832714116
পত্রিকা দেখার জন্য ক্লিক করুণ— https//www.jamalpurmahavidyalaya.net/department. php? did =1 (Please click on "View profile")
বিনিময় : ৫১০ টাকা

পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদকীয় তথ্য

PEER REVIEWED JOURNAL

ISSN 2394-5656

লালপরি নীলপরি

LALPARI NILPARI

শিশুসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা

সম্পাদক : ড. আসরফী খাতুন (অবৈতনিক)

এ.এল.মিত্র লেন (টিকেপাড়া)

বি.সি.রোড, বড়বাজার মসজিদ সন্নিকট

পোঃ + থানা ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান

পিন- ৭১৩১০১ (পঃ বঃ) ভারত

দূরভাষ- 9474041653

whats App- 9474041653

পত্রিকা দেখার জন্য ক্লিক করুণ— https//www.jamalpurmahavidyalaya.net/department. php? did =1 (Please click on "View profile")

Email- asrafikhatun@gmail.com

Like and Share our Facebook Page-Dr. Asrafi Khatun and Lalpari Nilpari

সহসম্পাদক, প্রকাশক ও স্বত্তাধিকারী

LALPARI NILPARI

সহ সম্পাদক-লায়েক মইনুল হক

মেঘনা, ৪৬৩ বি.সি. রোড

একনম্বর গলি মোড়

সি.এম.এস. স্কুল সন্নিকট

পোঃ + থানা ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান

পিন- ৭১৩১০১ (পঃ বঃ) ভারত

মো:- 9434330603

Whats App- 9832714116

PEER REVIEWED JOURNAL

ISSN 2394-5656

LALPARI NILPARI

বর্ষ - ২১, সংখ্যা - ২৩ আশ্বিন ১৪২৯

Year-21, Issue-23, October- 2022

সূচিপত্র

একটি স্মরণীয় দিন	১১	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
নজরুল ইসলাম	১৩	জীবনানন্দ দাশ
সুসময়-দুঃসময়ের ছবি	১৯	জসীমউদ্দীন
নজরুল ইসলাম	৩২	বুদ্ধদেব বসু
বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের নিয়ে রচিত কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা	৩৮	ড. বাঁধন সেনগুপ্ত
চিত্রকল্পে নজরুল	৪১	সুমিতা চক্রবর্তী
নজরুলের গল্প	৬৮	কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী
নজরুল বিদ্রোহী প্রেমিক	৭৯	সুরজিৎ দাশগুপ্ত
স্মৃতিচিত্র	৮৩	কাজী মোতাহার হোসেন
নজরুল গীতির বৈচিত্র্য	৮৭	কাজী অনিরুদ্ধ
প্রমীলা দেবী সম্পর্কে কিছু তথ্য	৯১	সোনালী কাজী
চুরুলিয়া, কাজী পরিবার ও নজরুল	৯৪	সুবর্ণ কাজী
নজরুল উপন্যাসে সাহসিকাদের স্বরূপ সন্ধানে	১০৫	ড. মীরতুন নাহার
শৈশবমায়ার কবি কাজী নজরুল ইসলাম: কাব্যকথায় শিশু-কিশোর	১১৪	সেখ সা'দুল ইসলাম
নজরুল ইসলামের শিশু-কিশোর কবিতায় সম্প্রীতির আহ্বান	১২৯	ড. হাসনারা খাতুন
সাংবাদিক ও সম্পাদকের ভূমিকায় নজরুল	১৩৫	সৈয়দ কওসর জামাল
বিদ্রোহীর অন্তরালে নজরুলের শিশু সত্তা	১৪২	ড. কমলচন্দ্র মণ্ডল
বাংলা শিশুসাহিত্য ও কাজী নজরুল	১৪৯	পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
নজরুলের কবিতায় মা ও শিশু	১৬১	ড. জয়ন্তী মণ্ডল
শিশুদের নজরুল : নজরুলের শিশু সাহিত্য	১৬৪	ড. আসরফী খাতুন

সঞ্চিতা: এ এক অন্য শৈশব ১৭১ ড. নবনীতা বসু হক
কাজী নজরুল ইসলামের শিশু-কিশোর সাহিত্য ১৮০ ড. শেখ কামাল উদ্দীন
নজরুলের শিশুসাহিত্যে পল্লীপ্রকৃতি ও কিশোর মানস ১৮৭ ড. কৃষ্ণা ঝুম্কী
শিশু মনস্তত্ত্বে সম্প্রীতির নজরুল ১৯২ ড. মহব্বতুন্নেসা খাতুন
নজরুলের 'সঞ্চিতা'য় দুরন্ত কৈশোর 'খাঁদুদাদু' ও
'লিচু চোর' ১৯৮ ড. দেবযানী দে
নজরুল ইসলামের 'তরুণের সাধনা' কিশোর
তরুণদের জাগরণের গান ২০৩ ড. কুন্তল সিনহা
চলচ্চিত্র ভাবনায় কাজী নজরুল ইসলাম ২০৯ অরবিন্দ সরকার
প্রকৃতির স্বর : নজরুলের শিশু ও
কিশোর সাহিত্য ২১২ তপন নন্দী
ছোটদের নজরুল ২১৬ কাজী নিজামউদ্দীন
কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাসে শিশুজগৎ ২১৮ ড. আঞ্জুমান লিপি
নজরুলের শিশুসাহিত্য ২২৬ সুকুমার দত্ত
ইংরেজী ভাষান্তরে নজরুলের শিশু-কিশোর সাহিত্য ২৩২ গিয়াসুদ্দিন দালাল
নজরুল ইসলামের সম্প্রীতির কবিতাত্রয়ী ২৩৯ ড. আশিসকুমার নন্দী
কাজী নজরুল ইসলাম : প্রসঙ্গ ছেলেবেলা ও লেটো গান ২৪৪ ড. হাবিরা রহমান
বাৎসল্য রস নজরুলের কালিসাধনার প্রেক্ষাপট ২৫১ সংঘমিত্রা সরকার কবিরাজ
কাজী নজরুলের কিশোর ভাবনামূলক
ছড়া : স্বপ্ন কল্পনা যার ইচ্ছে ডানা ২৫৪ ড. অনুপম সরকার
কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায়
তরুণদের অভিযান ২৬০ ড. ইসমাতারা খাতুন
ছোটদের ছড়া-কাব্যে নজরুল ২৬৪ দীপান্বিতা সেন
নজরুল : হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির মহাযোদ্ধা ২৬৭ জহির উল ইসলাম
পল্লী-প্রকৃতি ও মাতৃ-বন্দনায় কাজী
নজরুল ইসলাম ২৭৫ সুশান্ত সাঁতরা
নজরুলের কিশোর কবিতা:
বঙ্গশিশুর চিত্তপট ২৮০ নিবেদিতা বিশ্বাস
শিশুশিক্ষার সামাজিক পাঠ: প্রসঙ্গ
নজরুলের 'পুতুলের বিয়ে' ২৮৫ সন্দীপ দাস
নজরুল সংগীতে শিশু কিশোর ভাবনা ২৯৩ রাজুগোপাল মণ্ডল
নজরুল ইসলামের 'মধুমালা' নাটক : আদর্শের
রূপায়ন নাকি রূপকথা? ৩০০ অন্তরা দত্ত
জ্যৈষ্ঠের ঝড় ৩০৮ মইনুল হক
কাজী নজরুল ইসলামের 'পুতুলের বিয়ে'
নাটক : সমাজ বাস্তবতা ও লোক আঙ্গিক ৩২২ প্রতাপ বিশ্বাস
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে কুল ৩২৮ সুমন দে
শিশুমনের কাণ্ডারী : কবি নজরুল ৩৩৬ নমিতা হালদার
শিশুদের ছড়া ও কবিতায় নজরুল :
শিশুমনের অদম্যউচ্ছ্বাস ও সংবেদনশীল
মনের রূপায়ন ৩৪১ সুমিনা ফিরদোসী
প্রাকৃতিক ও মানবিক জিজ্ঞাসার পাঠদানে
কাজী নজরুল ইসলামের 'সাত ভাই চম্পা' ৩৪৮ সীমা সূত্রধর
মরমি কবি কাজী নজরুল ইসলামক ৩৫৪ শচীন্দ্রনাথ কুমার
কাজী নজরুল ইসলামের শিশুসাহিত্যে
শিশুদের আবৃত্তিযোগ্য কবিতা ৩৫৬ ছাহিনা খাতুন
চিরকিশোর নজরুলের শিশুনাট্য ভাবনা ৩৬২ কৃষ্ণা কর্মকার
শিশু কিশোর সাহিত্যে কাজী নজরুল ৩৭৩ অলক মণ্ডল
কবি নজরুল ইসলাম : আমি 'চিরশিশু', 'চির-কিশোর' ৩৭৭ মিতালী দাস
নজরুল কবিতায় ইসলামি চেতনা
ও মানবসভ্যতার কথা ৩৮২ নাজিবুর রহমান মল্লিক
সম্প্রীতির নজরুল ৩৮৮ ইকবাল দরগাই
কেন আর কিভাবে কলকাতা থেকে চিরতরে
ঢাকায় পাড়ি দিয়েছিলেন বিদ্রোহী কবি ৩৯৫ শুভজ্যোতি ঘোষ
বিদ্রোহ থেমে গেল ৪০০ জগদীশ মণ্ডল
পল্লীপ্রকৃতি ও দেশবন্দনার আলোকে
কাজী নজরুল ইসলাম ৪০৪ রথীন পার্থ মণ্ডল
শিশুসাহিত্যিক কাজী নজরুল ইসলাম ৪০৮ শাহান লায়েক
কাজী নজরুল ইসলামের শিশুসাহিত্য :
স্বাধীনতাও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ভাবনা ৪১৩ নারগিস বেগম

কবিতার পাতা

কবিবরণ ৪১৭ যতীন্দ্রমোহন বাগচী
কবিবর কাজী নজরুল ইসলাম ৪১৮ কুমুদরঞ্জন মল্লিক
কবিবর নজরুল ইসলাম ৪১৮ বনফুল (বলাই চাঁদ
মুখোপাধ্যায়)
জাগো জাগো নজরুল ৪১৯ নরেন্দ্র দেব
কবিভ্রাতা কাজী নজরুল ইসলাম ৪২০ কালিদাস রায়

বিমুক্ত বিহঙ্গ ৪২১ রাধারানী দেবী
বিধাতার সুর ৪২২ প্রেমেন্দ্র মিত্র
নজরুল ইসলাম ৪২২ নরেন্দ্রনাথ মিত্র
প্রত্যাশা ৪২৩ আশাপূর্ণা দেবী
হে অগ্রপথিক ৪২৪ সুফিয়া কামাল
এরই নাম নজরুল ইসলাম ৪২৪ দিনেশ দাস
তোমাকে ৪২৫ সুভাষ মুখোপাধ্যায়
কাজী নজরুল ইসলামকে নিবেদিত ৪২৬ শামসুর রহমান
সাহসের সমাচার ৪২৭ আল মাহমুদ
শতবর্ষে নজরুল ৪২৮ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
আগুনের ফুল কবি নজরুল ৪৩০ মোহাম্মদ মাহী বুলবুল
স্বপ্নে খুঁজি যারে ৪৩১ ড. মন্টুরাম সামন্ত
বলছেন নজরুল ৪৩৩ প্রবীর জানা
বিদ্রোহী কবি নজরুল ৪৩৪ এহেসান সনম
হে মহান বীর ৪৩৫ সালমা বেগম
কবি কাজী নজরুল ৪৩৬ মোহাম্মদ শফিকুর রহমান খান
ছোট্ট দুখুমিঞা ৪৩৭ মীর শাহনাজ খাতুন
হে কবি নজরুল ৪৩৮ আফরোজা বেগম
নজরুল স্মরণে ৪৩৯ রত্না দত্ত
নজরুল স্মরণে ৪৪০ সন্দীপ মণ্ডল
দুই বাংলার কবি ৪৪১ অর্ঘ লায়েক
কবির সাথে ৪৪১ আইরিন লায়েক
কাজী নজরুল ইসলামের গ্রন্থপঞ্জী ৪৪২ অগ্নি মুখার্জী
কাজী নজরুল ইসলামের জীবনপঞ্জী, স্কুলজীবন অনুবাদ, গানের সংখ্যা, কর্মজীবন ও প্রাপ্ত পুরস্কার ৪৬৪ লায়েক মইনুল হক
বই আলোচনা ৪৮০
পত্র-পত্রিকা আলোচনা ৪৮৮
পরবর্তী সংখ্যার বিষয় ৪৯১
লালপরি নীলপরি পত্রিকার নিয়মাবলী ৪৯২

নজরুল ইসলামের শিশু-কিশোর কবিতায় সম্প্রীতির আহ্বান

ড. হাসনারা খাতুন

বর্তমান ভারতের রাজনীতিতে সম্প্রীতির এবং সহাবস্থানের একান্ত আবশ্যকতার দিকটিকে গুরুত্ব দিয়েই সহানুভূতিশীল মানুষ কাজ করে চলেছেন। আমরা যারা সাহিত্যের ছাত্র, সাহিত্যের পাতায় সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সেই ধারাটিকে অব্যাহত রাখতে চেয়েছি বরাবর। শিল্প-সংস্কৃতির এই শাখাটি বিভিন্ন সময়ে ভালোবাসা কথা শুনিয়েছে। তার ঐতিহ্যও বেশ পুরনো। এক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্রাময় এই বিরল প্রতিভার অধিকারী। তিনি একাধারে বিদ্রোহী কবি, প্রেমের কবি এবং মানবতার কবি। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবি বহু উপাধিতে ভূষিত হলেও বিদ্রোহী কবি হিসেবে মানুষের শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে আত্মজাগরণ এবং অধিকার-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরক হিসেবে তিনি সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। ভারতবর্ষের এক কঠিন পরিস্থিতিতে নজরুল কলম ধরেছিলেন, গেয়েছিলেন শ্রমজীবী মানুষের গান, সাম্যবাদের গান, ভালোবাসার গান, প্রতিবাদের গান। শতবর্ষ পেরিয়ে আজ নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন 'ডিসকোর্স'। ভারতবর্ষের মাটিতে বহুজাতি, বহুধর্মের মানুষের যে পারস্পরিক সহাবস্থানের ভিত তৈরি হয়েছিল, তা ব্রিটিশ কূটনৈতিক চালের আঘাতে শতধাবিদীর্ণ হয়ে পড়েছিল। একাত্মতার প্রয়োজন উপলব্ধি করে বিশ শতকের মানুষ প্রেমের বার্তা ছড়ানোর চেষ্টা করলেও, হিংসাত্মক ঘটনার দৃষ্টান্ত ঘটেছিল অহরহ। আজ যখন ভারতের মাটিতে ধর্মীয় মেরুকরণের কালো ছায়া জাল বিস্তার করতে শুরু করেছে, তখন আরো বেশি করেই হয়তো নজরুল চর্চার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নজরুল ইসলামের শিশু-কিশোর কবিতার মধ্যে সম্প্রীতির বার্তা কীভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তা-ই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

কাজী নজরুল ইসলাম সাম্য ও মানবতার কবি। সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে তাঁর পদচারণা নেই। বীর রস, করুণ রস, হাস্য রস সবই বিদ্যমান তাঁর সৃষ্টিতে। তাঁর সৃষ্টির এক অনবদ্য সৃষ্টকর্ম শিশুসাহিত্য। তিনি যেমন বড়দের জন্য সাহিত্য রচনা করেছেন, তেমনি তিনি শিশু কিশোরদের জন্য ভাবনার জগৎ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি যখন যার জন্যে লিখেছেন তখন তারই হয়ে গেছেন, তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ই তাঁকে অমর সব লেখার খোরাক জুগিয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংরেজি বা ইউরোপীয় সাহিত্যে শিশুকে যেভাবে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, সে তুলনায় বাংলায় শিশু সাহিত্য তেমন সমৃদ্ধ নয়। তবে

এক্ষেত্রে যারা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম অন্যতম।

কাজী নজরুল ইসলাম শিশুকে প্রাণ-মন দিয়ে ভালোবাসেন বলেই শিশুর প্রতি এই মাঙ্গলিক উচ্চারণ করেছেন। তিনি সাহিত্যের সকল শাখায় বিচরণ করার পাশাপাশি শিশুদের জন্য অসংখ্য ছড়া, কবিতা লিখেছেন। শিশুমনের সম্ভব-অসম্ভব সব ধরণের ইচ্ছেআকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে তাদেরই চির—চেনা ভাষায়, চাপিয়ে দেওয়া কিংবা বড়দের ভাষায় নয়। শিশুর প্রতি অন্তরের নিখাদ দরদ শিশু সাহিত্যকে করে তুলেছে আরও প্রাণস্পর্শী ও আবেগময়। 'ঝিঙেফুল' (১৯২৬), 'পিলে পটকা' (১৯৬৪) 'সঞ্চয়ন' (১৯৫৫), 'পুতুলের বিয়ে' (১৯৬৪), চয়নিকা' 'ঘুম পাড়ানী গান' (১৯৩৩), 'তরুণের অভিযান' ১৯৮২, 'ফুলে ও ফসলে' (১৯৮২), 'ঘুম জাগানো পাখী' (১৯৬৪), 'মটকু মাইতি' (১৯৮২), 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৮২) ইত্যাদি নাটিকা ও কবিতা। এসব ছড়া, কবিতা, নাটিকা লিখতে গিয়ে তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে শিশুদের উপলব্ধি করেছেন।

সাধারণত শিশু সাহিত্যের একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে উপদেশের আধিক্য যা সাহিত্য না থেকে 'সাহিত্যব্যবস্থাপত্রে' রূপান্তরিত হয়ে শিশুদের কচি ঘাড়ে বোঝা হিসেবে চিহ্নিত হয়। কিন্তু নজরুলের শিশু সাহিত্যে জ্ঞান বিতরণ বা উপদেশের ঘনঘটা নেই, নেই অপরিশীলিত বা অমার্জিত ভাবের প্রকাশ। সহজসরল কৌতুকরসে সমৃদ্ধ তাঁর শিশুসাহিত্য। শিশু মনের সহজাত দুরন্তপনা, ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে রচনাগুলোয়। শিশুমনে যে হাসিখুশির প্রয়োজন আছে সেটা অনেক আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন নজরুল। ফলে তিনি শিশুদের জন্যে যা লিখেছেন তা রীতিমত তাদের 'প্লাটফর্ম' থেকেই রচিত। আর এর মাধ্যমেই নজরুলের শিশু সাহিত্য হয়ে উঠেছে একান্তভাবে শিশুদের সম্পদ। আদর্শ আর ভাবের অভ্রস্পর্শী ভাবালুতা থেকে বাংলা শিশুসাহিত্যকে তিনি টেনে এনেছেন প্রাত্যহিক জীবনের অনুষঙ্গে। তাঁর শিশুসাহিত্য শিশু ও শিশুতা সম্পর্কিত দার্শনিকতার বিবরণ নয়, শিশুর মনোজগৎ ও বাস্তব পরিপার্শ্বিকতার সরল-সুন্দর উপস্থাপন

আমরা জানি, শিশু একটি সর্বকালীন, সার্বভৌম ও সর্বজনীন সভা। মানুষ জন্মের পরই সমর্পিত হয় শৈশবের মমতাময় আশ্রয়ে, অর্থাৎ পরিণত প্রতিটি মানুষকে শৈশবের বিচিত্র ও রহস্যময় পথ পাড়ি দিতে হয়। সেদিক থেকে আমরা লক্ষ করলে দেখব, নজরুল ইসলামের শিশু-কিশোর রচনাগুলির মধ্য দিয়ে গভীর জীবনবোধকে শিশু-মনে সঞ্চারিত করে দেওয়ার প্রয়াস রয়েছে। বলা হয়ে থাকে আজকের শিশু আগামীদিনের নাগরিক। শিশুরা হলো জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। আবার, শিশু মনস্তত্ত্ব অনুসারে বলা হয়, শিশুরা তাদের ছোটবেলায় যা শেখে বা জানে, তা ভবিষ্যৎ জীবনে অতিবাহিত করে। সেদিক থেকে নজরুলের শিশু-কিশোর কবিতাগুলিতে একদিকে যেমন শিশুর স্বপ্ন, সাধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কীর্তি-কলাপ, খেলা-ধুলা, ঠাট্টা-তামাশা, অনুকরণ প্রিয়তা, স্কুল জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, মা-বাবার সঙ্গে মান-অভিমান, বুড়ো দাদুকে নিয়ে হাস্যালাপ, ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন, কল্পনার রথে চড়ে দুঃসাহসিক অভিযান, এসব তিনি

নিবিড়ভাবে উপলব্ধি এবং সাহিত্যে সার্থক রূপদান করেছেন। তেমনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষারও প্রকাশ ঘটেছে। শিশুদেরকে সঠিক পরিচর্চার মাধ্যমে গড়ে তোলা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এক্ষেত্রে তিনি অতি সহজে শিশুদের সাথে একাত্ম হতে পেরেছেন এবং শিশুদের মনস্তত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন।

আমরা দেখেছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই বাংলার সমাজে ধর্মীয় মেরুকরণের যে কালো ছায়া পড়তে শুরু করেছিল, তার প্রভাব বিশ শতকের শুরু থেকেই পড়তে শুরু করেছিল। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা ঘটনায় উপমহাদেশের সমাজ-রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার কালো বাষ্প ঘনীভূত হয়েছে বারবার। সেই পরিস্থিতিতে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ চেয়েছেন সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে। নজরুলের লেখনীতে তার ছাপ স্পষ্টই লক্ষ করা গেছে। তিনি যেমন বড়োদের জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক সাহিত্য রচনা করেছেন, তেমনি শিশু-কিশোরদের জন্যও সম্প্রীতিমূলক কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় সম্প্রীতির প্রধান বার্তাই হল, একে অপরকে জানা। পাশাপাশি অবস্থিত দুই সম্প্রদায়ের মানুষদের সামগ্রিক পরিচিতিই সম্প্রীতির চাবিকাঠি। তাই তো তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন'মোরা এক বৃন্তে, দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান। / মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।। কিংবা কবি যখন বলেন, যে আদর্শ মানুষ আজও জন্মায় নি, সেই ধরায় এই শিশুই পথ দেখাবে নতুন অধ্যবসায় ও তপস্যায়। সূর্যের মত রাঙিয়ে যাবে দিগ্বিদিক। বিশ্ব নিখিল গাইবে তারই মাঙ্গলিক। তাঁর এই ভাবনা, সম্প্রীতির যাপন তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া। সেক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতাই প্রধান কার্যকরী শক্তি। দরিদ্র পরিবারে জন্ম, শৈশবে পিতার মৃত্যু, তাঁকে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করালেও; জীবনী শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডারে ভাটা পড়েনি। দারিদ্রের কারণে বার বার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ছেদ পড়লেও, মাজারে খাদেম, মসজিদে মোয়াজ্জিন, রুটির দোকানের কর্মচারির কাজ করতে হলেও, জ্ঞান চর্চায় কোন বাধা আসেনি। নজরুলের চাচা কাজী বজলে করিম লেটো দলের শিল্পী ছিলেন। ফারসি ও উর্দু ভাষায় পণ্ডিত এই বাড়ির কাছেই নজরুলের কাবা ও সঙ্গীত চর্চার শুরু। নজরুল লেটোর দলে যোগ দেন। তখন থেকেই হিন্দু পুরাণগুলি সম্পর্কে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি রচনা করেন, 'চাষার সঙ, শকুনি বদ', 'রাজা যুধিষ্ঠরের স', 'দাতা কর্ণ', আকবর বাদশাহ', 'কবি কালিদাস', 'বিদ্যাভূতম', 'রাজপুত্রের সঙ', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'মেঘনাদ বধ' প্রভৃতি। ফলে, শৈশব থেকেই নজরুদের মধ্যে সমন্বয় ও সম্প্রীতির একটা ভাবনা

জন্মের পর থেকেই একটি শিশুর পরিচিতির গণ্ডিটি বাড়তে থাকে। মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত পারিবারিক গণ্ডিটি আর একটু বৃহৎ হয় বিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে। সেখানে, বিশেষ ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা শিশুটি তার প্রতিবেশীর ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত হয়। সেক্ষেত্রে ধর্ম বিশ্বাস সংক্রান্ত জানা-বোঝার পর্বটি বিদ্যালয়ের

প্রতিবেশেই ঘটে থাকে বা ঘটা উচিত। শিশুদের রঙিন ইচ্ছেডানায় ভর করে ওড়ার প্রয়োজনে উপস্থাপিত শিশু-কিশোর সাহিত্যে সম্প্রীতির বার্তাটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

'এক বৃন্তে দুটি কুসুম' কবিতায় কবি বাংলাদেশের অপরূপ প্রকৃতির কোলে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের বেড়ে ওঠার কথা বলেছেন। একই দেশের জল, হাওয়া, রৌদ্রে প্রতিপালিত হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্ম সম্প্রদায় যেন একই বৃন্তে ফোটা দুই ফুল। তাদের মধ্যে কোন বিভেদ থাকতে পারে না। তারা একই দেশমাতৃকার সন্তান।

"এক সে আকাশ-মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে
এক সে নাড়ীর টান।"

এক বৃন্তে দুটি কুসুম

কবি আরও বলেছেন, যে অজ্ঞতার অন্ধকারে উভয় সম্প্রদায় হানাহানির পথ তৈরি করেছে, তার অবসান ঘটবে দিনের আলো ফুটলে। অর্থাৎ, জ্ঞানের আলো বিকশিত হলে। শিশু পাঠ্য এই কবিতা আসলে পরস্পরকে জানার এবং ভরনের বিকাশের মধ্য দিয়ে সম্প্রীতির বার্তা ছড়ানোর দিকটিকেই তুলে ধরতে চেয়েছে।

ভারতের দুই নয়ন তারা কবিতায় কবি শিশুকে মিলনের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কবি জানাচ্ছেন, ভারতমাতার দুই প্রিয় সন্তান, 'মায়ের কোল নিয়ে' যে লড়াই করছে, তার অবসান হবেই। জল আর পানির মধ্যে যেমন নামের ফারাক, তেমনই কোরান এবং বেদন-এর মধ্যেও। মূল কথা সবই এক ফলে দুই ধর্মগ্রন্থের নামে যে হানাহানি হচ্ছে, তা মোটেই কাম্য নয়। এবং এই হানাহানির পিছনে যে সাম্প্রদায়িক শাসক ইন্ধন যোগাচ্ছে, তাদের পতন একদিন হবেই। আর সেদিনই নতুন হিন্দুস্তান—

তৈরি হবে, যেখানে উভয় ধর্মের মানুষ মিলনের গান গাইবে। তাই কবি জানিয়েছেন, "ভারতের দুই নয়ন-তারা হিন্দু মুসলমান। দেশ-জননীর সমান প্রিয় যুগল সন্তান।" (ভারতের দুই নয়ন তারা)

তীর্থ যাত্রা পথে' কবিতাটি মহামিলনের কথাই জানান দেয়। সকলকে একসঙ্গে চলার যে আহ্বান কবি জানিয়েছেন, তার ফলে সমগ্র জাতি উন্নতির শিখরে আরোহন করতে পারবে বলেই কবির বিশ্বাস। কবি যে তীর্থ যাত্রার কথা বলেছেন, তা আসলে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষই। যার প্রতিটি অঙ্গেই রয়েছে পুণ্যের ঐশ্বর্য। সে পুণ্য পেতে গেলে সকলকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একসঙ্গে যেতে হবে। সে পথ যতই বন্ধুর হোক না কেন, একসঙ্গে চলার ফলে তার যাত্রা অনেক সহজ হবে। জীবনে চলার পথে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে থাকা প্রয়োজন। কবি তাই বারবার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "মোরা একবার জাতি ও ধর্ম রবে না কো আর পাবো সাম্য, শান্তি অন্ন,

অ পুনঃ সবাই

অর্থাৎ একসঙ্গে চলার ফলেই এই দেশ এবং জাতি গৌরব লাভ করবে। যতদিন না পর্যন্ত সমস্ত মানুষ একাত্মতা অনুভব না করবে, ততদিন দেশ পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে বের হতে পারবে না।

'দুই সহোদর ভাই' কবিতাটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক কবিতা। এই কবিতায় কবি সহোদর ভাই অর্থাৎ একই মায়ের দুই সন্তান অর্থাৎ দুই ভাইয়ের ভারতমাতার কাছে আশ্রয় কথা বলেছেন। কবি ঘোষণা করেছেন

"মুসলিম আর হিন্দু মোরা দুই সহোদর ভাই।
এক বৃন্তে দু'টী কুসুম এক ভারতে ঠাঁই।" দুই সহোদর ভাই

এই কবিতায় একই দেশমাতৃকার দুই সন্তান, হিন্দু ও মুসলমানের কথা বলা হয়েছে। কবি বলেছেন, হিন্দু-মুসলমান একই মায়ের সন্তান। পাশাপাশি অবস্থিত দুই ভায়ের ওপর প্রকৃতির আশীর্বাদ এবং অভিশাপ একই সঙ্গে নেমে আসে। বন্যায় যেমন উভয়ের কুটিরই ভেসে যায়, তেমনই উভয়ের মাঠেই বৃষ্টির জল পড়ে। বিধাতা যেখানে কোন বিভেদ সৃষ্টি করেন নি, তাহলে মানুষের এই বিভেদ কেন? বিশ্ব সংসারের সৃষ্টিকর্তা নানা রঙে রাঙিয়ে এই ভুবন সৃষ্টি করেছেন। সেই রঙিন বাগানের দৃশ্য উপভোগ করার জন্য, কোন বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য নয়।

'ভাই' কবিতাটিতেও কবি পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। আসলে এখানে ভাই-ভাই বলতে পাশাপাশি বসবাসকারী দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের কথাই বলেছেন। পরাধীনতার কঠিন সময়ে ভাই-ভাই-এর মধ্যকার সম্ভাব এবং সমবেত প্রতিবাদ একান্ত প্রয়োজন। প্রবল প্রতিপক্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে লড়তে গেলে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার সেই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে ভাঙতে সদা সচেষ্ট। এই পরিস্থিতিতে কবি জানাচ্ছেন,

"ভায়ের দোরে ভাই কেঁদে যায়
তুলে নেনা তারে কোলে। মুছিয়ে দে তার নয়নের জল
সে যে আপন মায়ের ছেলে।।"

অত্যন্ত আটপৌরে ভাষায় কবি পরস্পরের পাশে থাকার যে আহ্বান জানিয়েছেন, তার আবশ্যিকতা আজও প্রাসঙ্গিক।

'হিন্দু মুসলমান' কবিতাটিতে কবি হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের একই উৎসকে বিভিন্ন উপমা দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। "হিন্দু-মুসলমান দুটী ভাই ভারতের দুই আঁখি-তারা। এক বাগানে দুটী তরু দেবদারু আর কদম চারা।" [হিন্দু মুসলমান]

ভারতমাতার দুই আঁখি, একই বাগানের দুই গাছ, হিমালয় থেকে নেমে আসা গঙ্গা-সিন্ধু, বুলবুল কোকিল ইত্যাদি প্রকৃতির প্রতিটি বিস্ময়ের মতই, তাদের পাশাপাশি সহাবস্থানের মতই হিন্দু মুসলমান আসলে দুই সন্তান। মায়ের কোল নিয়ে যেমন দুই সন্তানের মধ্যে মারামারি হয়, হিন্দু মুসলমানের বিরোধও সেই রকমই। যে মুসলমান

জাতি একসময় বিদেশ থেকে এদেশে এসেছিল, তারাও আজ এদেশের প্রকৃতির অপার করুণায় একাত্ম হয়ে গেছে। আজ আর কোন বিভেদ নেই। উভয়ের উপাস্য আলাদা হলেও, অন্তরাত্মা সকলেরই এক।

নজরুল ইসলামের কবিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে উচ্চস্তরের নানা গবেষণা আজও হচ্ছে। বিশেষত তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতার শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন আলোচনা সভা, পত্র-পত্রিকার নানা সংখ্যা গবেষক মহলকে নানা ভাবেই আকৃষ্ট করে চলেছে। তাঁর কবিতার সাম্যের গান, বিদ্রোহের আগুন, প্রতিবাদের ভাষা আজও মানুষকে উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু নজরুলের শিশু-কিশোর কবিতাগুলি শিশুর রঙিন জগৎকে তুলে ধরে। গ্রাম বাংলার উদার প্রকৃতি-ছেলেবেলা সহজ সরল ভাবে ধরা পড়েছে এই সমস্ত কবিতায়। আমাদের আলোচ্য নজরুলের শিশু-কিশোর রচনায় সম্প্রীতির ভাবনাকে ঘিরে। বহু জাতি, বহু সম্প্রদায় সম্মিলিত ভারতবর্ষে সম্প্রীতির যে উদার ঐতিহ্য ছিল, ঔপনিবেশিক কূটনৈতিক চালে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। একদিকে যেমন শ্রমজীবী মানুষের জয়গাথা গেয়ে, সাম্যের গান গেয়ে তিনি সর্বহারা মানুষকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অন্যদিকে শিশু মনে সম্প্রীতির উদার ভাব এনে এক মহান ভারতবর্ষ তৈরির ডাক দিয়েছিলেন। শিশুর মনে সম্প্রীতির ভাবনা জাগিয়ে আসলে তিনি এক নতুন ভবিষ্যৎকে তৈরি করতে চেয়েছিলেন। যে শিশু আগামী কালের কাণ্ডারী হবে তাকে ভারতবর্ষের মিলন গান সম্পর্কে জানতে হবে। প্রতিবেশী ভাইটিকে জানতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা ছয়টি কবিতাকে আমাদের আলোচনায় এনেছি। আলোচ্য কবিতাগুলির মধ্যে তিনি ভারত মাতার প্রতিবেশী দুই সন্তান, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একই নাড়ীর সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

সাধারণত তাঁর কবিতায় যে বিদ্রোহী সুর শোনা যায়, ভাষার অলংকরণ লক্ষ করা যায়, তা এই কবিতাগুলিতে নেই। অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় শিশু মনে উদার ভাবনাকেই তিনি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। বর্তমান ভারতবর্ষে ধর্ম নিয়ে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে, যে সমস্ত হিংসাত্মক ঘটনার সাক্ষী আমরা থাকছি, এই পরিস্থিতিতে নজরুলের সম্প্রীতিমূলক এই উদার কবিতাগুলি শিশু মনের পাশাপাশি বড়োদের মনেও উদারতার ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার দিকটিকে উদ্ভাসিত করবে বলেই মনে হয়। তাই শতবর্ষ পেরিয়ে নজরুলের কবিতার এই দিকটিও সমান প্রাসঙ্গিক, সন্দেহ নেই।

সহায়ক গ্রন্থ :

কল্যাণী কাজী (সম্পা.), নজরুল শ্রেষ্ঠ কিশোর সংকলন', কলকাতা, নির্মল বুক এজেন্সী, জানুয়ারি ১৯৯৯।